# অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)

রেজিস্ট্রেশন ঠিকানা: গ্রাম: চরগড়গড়ী, ডাকঘর: বাঁশেরবাদা, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা

বর্তমান প্রধান কার্যালয়: চক রামানন্দপুর, গাছপাড়া, পাবনা

রেজিস্ট্রেশন নং: পাবনা-৬১৪/৯৮, তারিখ: ০৩.০৮.১৯৯৮ খ্রি.

# বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫

অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'ওসাকা'। ১৯৯৪ সালের ১৬ এপ্রিল সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রামে ওসাকা'র কার্যালয় স্থাপনের মধ্যদিয়ে মূলত শুরু হয় ওসাকা'র কার্যক্রম। এখানে চর গড়গড়ি গ্রামের একটু বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। চর গড়গড়ি ঈশ্বরদী উপজেলা সদর থেকে ২০ কি.মি. এবং পাবনা জেলা সদর থেকে ১৫ কি.মি. দূরে পদ্মা নদীর চরাঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রাম। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকালে শহরের সাথে দ্রুত যোগাযোগের কোন আধুনিক মাধ্যম এখানে ছিল না। ছিল না পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ। বর্ষাকালে শহরের সাথে যোগাযোগ অত্যন্ত কঠিন ছিল। গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। পদ্মার চরে জেগে ওঠা জমিই এদের চাষাবাদের মূল ভিত্তি। ফলে কাইজা-ফ্যাসাদ, খুনোখুনি, মামলা-মোকদ্দমা, ঝগড়া-কলহ এখানকার নিত্য দিনের চিত্র। গ্রামের ৯২% মানুষই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষার ছোঁয়া না থাকায় গ্রামবাসী অর্থনৈতিক কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্যে বসবাস করত। সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থাই এ জনপদের মানুষের দুর্দশা লাঘবে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক মজিদ মাহমুদ এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার আজন্ম বাসনা গ্রামবাসীদের এহেন অবস্থার একটু উন্নয়ন ঘটানো। এ ইচ্ছা থেকেই ওসাকা'র জন্ম এবং চরগড়গড়ি গ্রাম থেকেই ওসাকা'র যাত্রা শুরু হয়। এরপর 'ওসাকা' একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৫ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১৯৯৮ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ওসাকা'র লক্ষ্য মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানো।

**ওসাকা'র ভিশন:** জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

**ওসাকা'র মিশন:**

- কর্ম এলাকা নির্ধারণ
- অভিষ্ঠ শ্রেণির জনগণ চিহ্নিতকরণ
- জন সংগঠন বিনির্মাণ
- প্রকল্প বাস্তবায়ন

**ওসাকা'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :**

**ক.** গরীব, দুঃস্থ, দিনমজুর, ভূমিহীন ও বিত্তহীন জনগণের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা গড়ে তোলা।

**খ.** হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, সব্জি বাগান তৈরি, ক্ষুদ্র ও বাঁধাই ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বৃক্ষরোপনসহ পরিবেশ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।

**গ.** বিভিন্ন প্রকার বই, পত্রিকা, পোস্টার, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশসহ গ্রন্থাগার পরিচালনা।

**ঘ.** নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন : গণশিক্ষা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেজিস্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

**ঙ.** এলাকার গরীব দুঃখীদের সু-চিকিৎসার্থে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

**চ.** জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনসহ এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

**ছ.** খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

**জ.** দারিদ্র্য-বিমোচনকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

**ঝ.** বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন।

**ঞ.** মাদক ও যৌতুক বিরোধী আন্দোলন।

**ট.** এলাকার গরীব দুখীদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

**ঠ.** দুর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা।

**ড.** গরীব দুঃস্থ, বিত্তহীন ও দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ। যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি খামার তৈরি, সব্জি বাগান তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাঁধাই ব্যবসা, মৎস্য চাষ, কৃষি খামার, ঢেঁকি প্রকল্প, সেলাই ও উলবুনন, এ্যাম্ব্রয়ডারি, রেডিও-টিভি মেরামত, কম্পিউটার, সফ্টওয়ার, ওয়েবসাইট, আধুনিক প্রযুক্তিবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান, কুটির শিল্প, প্রেস, প্রকাশনা, প্রযুক্তি যোগাযোগ, শিল্পকারখানা ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

**ঢ.** বিত্তহীন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সম্পদ সমন্বিতকরণ ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন/খাস জমি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তাকরণ।

**ওসাকা'র আইনগত অবস্থান:** ওসাকা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে সংস্থাটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ১৯৯৮ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদ পত্র লাভ করে। অতপর ওসাকা ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ লাভ করে।

| ক্রমিক নং | নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ | নিবন্ধন নম্বর | নিবন্ধনের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | এনজিও বিষয়ক ব্যুরো | ৯৩৫ | ২৫/০৫/১৯৯৫ |
| ০২ | সমাজসেবা অধিদপ্তর | পাবনা-৬১৪/৯৮ | ০৩/০৮/১৯৯৮ |
| ০৩ | মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি | ০২৪২৮-০৩৭৪৪-০০১৮৬ | ২৫/০৩/২০০৮ |

**কর্ম এলাকা:** ৮টি জেলা: পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা।

**চলমান কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ :**

| ক্র. নং | কমসূচি/প্রকল্প |
|---|---|
| ১. | ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি |
| ২. | শিক্ষা কার্যক্রম |
| ৩. | সমৃদ্ধি কর্মসূচি |
| ৪. | RAISE Project |
| ৫. | BD Rural WASH for HCD Project |
| ৬. | SMART Project |
| ৭. | RMTP-ONION Project |
| ৮. | RMTP-FISH Project |

**জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

| ক্র: নং | কর্মসূচি/প্রকল্প | পুরুষ | নারী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি | ৪৯৯ | ৫৬ | ৫৫৫ |
| ০২ | সমৃদ্ধি কর্মসূচি | ১ | ১৮ | ১৯ |
| ০৩ | RAISE প্রকল্প | ৩ | ২ | ৫ |
| ০৪ | SMART প্রকল্প | ৫ | ২ | ৭ |
| ০৫ | RMTP-Onion প্রকল্প | ৩ | ০ | ৩ |
| ০৬ | RMTP-Fish প্রকল্প | ২ | ০ | ২ |
| ০৭ | বৌটুবানী পাঠশালা (প্রাথমিক বিদ্যালয়) | ৪ | ৯ | ১৩ |
| ০৮ | কেরামত আলী বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয় | ৫ | ৩ | ৮ |
| **মোট পুরুষ: ৫২২ জন, মোট নারী: ৯০ জন, সর্বমোট: ৬১২ জন** | | | | |

**কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের ধারাবাহিক বিবরণ:**

**১. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:**

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'ওসাকা' ১৯৯৮ সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রাম থেকে এই কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৮টি জেলায় সর্বমোট ৫২টি শাখার মাধ্যমে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গাভী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প, রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, হাস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, নার্সারি, ফলের চাষ ও ব্যবসা, সব্জি চাষ ও ব্যবসা খাতে ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক বিষয়ে সচেতন করে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিং-এ শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি হতদরিদ্র পরিবারগুলো নিজেদের জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

**এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: জুন ২০২৫**

| জেলার সংখ্যা | উপজেলার সংখ্যা | ইউনিয়নের সংখ্যা | গ্রামের সংখ্যা | সমিতির সংখ্যা | মোট সদস্য | মোট ঋণী সদস্য | সর্বমোট সঞ্চয় (কোটি) | সর্বমোট ঋণস্থিতি (কোটি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৮ | ৩৭ | ৩৪০ | ১৭৪৫ | ৪,৪৮৭ | ৮০,০০৭ | ৬৮,৫০৭ | ১০৬.৭০ | ৩৫৬.৮১ |

২. **শিক্ষা কার্যক্রম :** প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অধিকারের কথা মাথায় রেখে সংস্থা বর্তমানে দু'টি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক বিচার করে প্রতিষ্ঠান দু'টি ইতোমধ্যে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিদ্যালয় ২টির বিস্তারিত নিম্নরূপ:

### ক) বৌটুবানী পাঠশালা :

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০১, ১ম শ্রেণি-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী: ২৮৪ জন।

*বৌটুবানী পাঠশালা*

**খ) কেরামত আলী বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয় :**

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৪, ৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী: ১১৪ জন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৫ জন অংশগ্রহণ করে শতভাগ পাশ করেছে।

*কেরামত আলী বিশ্বাস উচ্চ বিদ্যালয়*

**গ) শিক্ষাবৃত্তি :**

২০১৫ সাল থেকে গরীব মেধাবী এসএসসি পরীক্ষার্থীয় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি শুরু করা হয়েছে। বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৪ জনের মাঝে ১.৬৮ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ থেকে এ পর্যন্ত ৪৯৬ জনের মাঝে সর্বমোট ৬৯.৭৮ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরর বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৭২,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সংস্থার সাধারণ বৃত্তির আওতায় এ পর্যন্ত মাসিক ২০০০/-টাকা হারে সর্বমোট ৩৪,০০০/- (চৌত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

**উল্লেখ্য, এবছর জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।**

*শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করছেন ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক কবি মজিদ মাহমুদ*

ঘ) **এমআরএ-এমএফআই শিক্ষাবৃত্তি :**

জুন, ২০২২ মাস থেকে শুরু করে প্রতিমাসে জনপ্রতি ৩০০০/- হারে ৪ জন শিক্ষার্থীকে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ১জন নারী শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১জন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন পুরুষ শিক্ষার্থী।

*শিক্ষার্থীকে চেক প্রদান করছে পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেস*

৩. **সমৃদ্ধি কর্মসূচিঃ**

এই কর্মসূচিটি মূলত ২০১৪ সাল থেকে ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চলমান থাকে। পরবর্তীতে পিকেএসএফ কর্তৃক পুনর্বিন্যাস করে পুনরায় অক্টোবর ২০২৪ থেকে শুরু করা হয়।

**কর্মএলাকা:** জেলা: পাবনা উপজেলা: ঈশ্বরদী, ইউনিয়ন: লক্ষীকুণ্ডা,

মোট খানা সংখ্যা: ৬৬২১ টি মোট জনসংখ্যা: ২২৭৬৫ জন, মোট স্টাফ: ২১ জন।

*স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি*

**এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি: জুন ২০২৫ পর্যন্ত**

| ক্র: নং | বিবরণ | ইউনিট | ক্রমপুঞ্জিভূত |
|---|---|---|---|
| ১. | স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন | সংখ্যা | ৪৬ |
| ২. | স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী | জন | ৪৬৫ |
| ৩. | গর্ভবতী নারীর সেবা | জন | ২৭৭ |
| ৪. | প্রসূতি ও দুগ্ধদানকারী নারীর সেবা | জন | ১৭০ |
| ৫. | খানা পরিদর্শন | সংখ্যা | ১৯৪৫১ |
| ৬. | উঠান বৈঠক | সংখ্যা | ২০২ |
| ৭. | চক্ষু-ক্যাম্প আয়োজন | সংখ্যা | ৮ |
| ৮. | চক্ষু-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী | জন | ১৭৯৭ |
| ৯. | স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা আয়োজন | সংখ্যা | ১১৮৭৪ |
| ১০. | ডায়াবেটিকস্ পরীক্ষা করা হয়েছে | জন | ১১২৬২ |
| ১১. | শিক্ষাকেন্দ্র | সংখ্যা | ৯ |
| ১২. | ছাত্র-ছাত্রী | সংখ্যা | ২৩৩জন (ছাত্র: ১২২, ছাত্রী: ১১১ জন) |
| **কৈশোর কার্যক্রম** | | | |
| ১৩. | কিশোর ক্লাব | সংখ্যা | ১৮ |
| ১৪. | কিশোরী ক্লাব | সংখ্যা | ১৮ |
| ১৫. | কিশোর ক্লাবের সদস্য | সংখ্যা | ১৬১ |
| ১৬. | কিশোরী ক্লাবের সদস্য | সংখ্যা | ১৭৯ |
| ১৭. | ক্লাবের সভা আয়োজন | সংখ্যা | ৫৪ |
| ১৮. | সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড | সংখ্যা | ১ |
| ১৯. | সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন | সংখ্যা | ১ |
| ২০. | নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক কর্মকাণ্ড | সংখ্যা | ১ |
| ২১. | বৃক্ষরোপন কর্মসূচি | সংখ্যা | ১ |
| **যুব কার্যক্রম:** | | | |
| ২২. | যুব ক্লাব গঠন | সংখ্যা | ১ |
| ২৩. | যুব ক্লাবের সভা আয়োজন | সংখ্যা | ৫৪ |
| ২৪. | যুব প্রশিক্ষণ আয়োজন | ব্যাচ | ৪ |
| ২৫. | পাঠচক্র আয়োজন | সংখ্যা | ১ |
| **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম:** | | | |
| ২৬. | প্রবীণ ক্লাবের সংখ্যা | সংখ্যা | ৯ |
| ২৭. | প্রবীণ ক্লাবের সভা আয়োজন | সংখ্যা | ৫৪ |
| **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম:** | | | |
| ২৮. | বিভিন্ন ধরনের খেলা/প্রতিযোগিতার আয়োজন | সংখ্যা | ২৭ |

৪. **রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রকল্প:** সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখ থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সার্বিক সহায়তায় ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তা ও বিদ্যমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের উপর প্রশিক্ষণ পরবর্তী সংস্থার ৫ জন জনবলের মাধ্যমে ১৪টি শাখার মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

*রেইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ওসাকা'র সিনিয়র পরিচালক জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম*

**এক নজরে রেইজ প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত তথ্যাদিঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | তরুণ উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান | ১৬.৩২ কোটি (১২৮৬জন) |
| ২. | কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান | ৪.০ কোটি (৪০০জন) |
| ৩. | 'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ৯৭৮ জন |
| ৪. | বেকার তরুণ-তরুণীদের ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান | ২৯৯জন |
| ৫. | মাস্টারক্রাফটসপার্সনদের মাঝে ঋণ প্রদান | ৬৫.২৫ লক্ষ টাকা (২৮জন) |
| ৬. | শিক্ষানবিশীদের ঋণ প্রদান | ৯.২৫ লক্ষ টাকা (৭জন) |

## ৫. BD Rural WASH for HCD Project:

গ্রামীণ স্যানিটেশন, পানি ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাজের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ওসাকা বিগত আগস্ট ২০২৪ থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

*দুই গর্তবিশিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত পায়খাননা প্রবর্তন*

**ওয়াশ প্রকল্পের এক নজরে জুন ২০২৫ পর্যন্ত তথ্যাদিঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১ | জেলা | ১টি (পাবনা) |
| ২ | উপজেলা | ২টি (পাবনা সদর ও ঈশ্বরদী) |
| ৩ | শাখার সংখ্যা | ১১টি |
| ৪ | স্যানিটেশন লোন গ্রহণকারীর সংখ্যা | ১৪৮৬ জন |
| ৫ | বিতরণকতৃ স্যানিটেশন লোনের পরিমাণ | ৫.৯০ কোটি |
| ৬ | ওয়াটার লোন গ্রহণকারীর সংখ্যা | ১৮৮জন |
| ৭ | বিতরণকতৃ ওয়াটার লোনের পরিমাণ | ৮২.০ লক্ষ |
| ৮ | স্যানিটেশন লোনের বিপরীতে প্রদানকৃত ইনসেনটিভের পরিমাণ | ২৬.৭৯ লক্ষ |
| ৯ | বিসিসি সেশনের সংখ্যা (নিরাপদ পানি, নিরাপদ স্যানিটেশন, হাত ধোয়া, মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি, শিশুর উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক) | ২৫৮৪টি |

৬. **Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) Project:** বিগত জুন ২০২৫ মাস থেকে পিকেএসএফ-এর "Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) Project" প্রকল্পের আওতায় "Promoting Sustainable Mini Garments through RECP Practices" শীর্ষক ৩ বছর মেয়াদী উপ-প্রকল্পটি সংস্থা পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি মূলত পাবনা জেলার বিদ্যমান মিনি রেডিমেড গার্মেন্টস প্রকল্পের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করবে।

*প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ওসাকা'র নির্বাহী পরিচালক কবি মজিদ মাহমুদ*

## এক নজরে SMART Project:

| ক্র: নং | বিবরণ | |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের মেয়াদ | ২৯ জুন ২০২৫ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত |
| ২ | প্রকল্পের জনবল | ৭জন |
| ৩ | শাখার সংখ্যা | ৯টি |
| ৪ | লক্ষ্যভুক্ত সদস্য | ১০০০জন |
| ৫ | ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা | ৩৭.৫০ কোটি |

৭. **RMTP-ONION Project:** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সহযোগী ইফাদের অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর আওতায় ০৭ মাস মেয়াদি "গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প পাবনা ও নাটোর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যালু এডিশন, উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবার সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে কাজ করা হবে। সদস্যদের আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শক্তিশালী বাজার সংযোগের মাধ্যমে উদ্যোগের পরিসর বৃদ্ধি ও উদ্যোগ সম্প্রসারণে কাজ করা হবে।

*গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট*

## এক নজরে RMTP-ONION Project :

| ক্র: নং | বিবরণ | |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের মেয়াদ | জুন ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত |
| ২ | কর্মএলাকা | পাবনা ও নাটোর জেলা |
| ৩ | প্রকল্পের জনবল | ৩ জন |
| ৪ | লক্ষ্যভুক্ত সদস্য | ৫০০ জন |
| ৫ | অনুদান লক্ষ্যমাত্রা | ৫৫ ক্ষ টাকা |

## ৮. RMTP-FISH Project:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সহযোগী ইফাদের অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর আওতায় ০৭ মাস মেয়াদি 'নিরাপদ মৎস ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প পাবনা ও নাটোর জেলার ০৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যালু এডিশন, উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবার সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে কাজ করা হবে। সদস্যদের আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শক্তিশালী বাজার সংযোগের মাধ্যমে উদ্যোগের পরিসর বৃদ্ধি ও উদ্যোগ সম্প্রসারণে কাজ করা হবে।

*পুকুরে এয়ারেটরের ব্যবহার*

**এক নজরে কর্মসূচি RMTP-FISH Project :**

| ক্র: নং | বিবরণ | |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের মেয়াদ | জুন ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত |
| ২ | কর্মএলাকা | পাবনা ও নাটোর জেলা |
| ৩ | প্রকল্পের জনবল | ২ জন |
| ৪ | লক্ষ্যভুক্ত সদস্য | ৫০০ জন |
| ৫ | অনুদান লক্ষ্যমাত্রা | ৫৫ লক্ষ টাকা |

**বিশেষ সামাজিক কর্মকাণ্ড:**

ওসাকা হাসপাতাল: ওসাকা'র প্রথম প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়ি গ্রামের আশেপাশের অঞ্চলের ৪টি ইউনিয়নের ১০-১২ গ্রামের মানুষের প্রায় ১৫-২০ কিমি. দূরে গিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হয়। জরুরি অবস্থায় কখনো কখনো রোগিদের বড় ধরনের ঝুঁকিতেও পড়তে হয়। এ প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসাবে চরগড়গড়িতে নিজস্ব জমিতে একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করা হবে।

*ওসাকা হাসপাতাল*

**মসজিদ নির্মাণ:** পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রামে ওসাকা'র আদি কার্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত 'বৌটুবানী পাঠশালার শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রকল্পের স্টাফদের নিকটবর্তী স্থানে নামাজ আদায় ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা এবং অত্র মহল্লায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে **'বায়তুল কিতাব'** নামীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

*বায়তুল কিতাব মসজিদ*

এছাড়া সরকারের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন জাতীয় দিবস দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওসাকা শুরু থেকে স্যানিটেশন রিলেটেড কার্যক্রম অতিগুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জিওবি-ইউনিসেফ (SHEWA-B) প্রকল্প ও Decentralized Water and Sanitation Service for the Disadvantaged Poor People (DWSS) এর আওতায় পাবনা জেলার বেড়া, চাটমোহর, সুজানগর ও ঈশ্বরদী উপজেলার ২৭টি ইউনিয়নে ১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ-এর দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে।

উপরোল্লিখিত কর্মসূচি ছাড়াও 'ওসাকা' ইতোপূর্বে অতি দক্ষতার সাথে, পিকেএসএফ-এর PACE Project, Sustainable Enterprise Project-Mini Garments Project, Sustainable Enterprise Project-Litchi Project, Community Climate Change Project, Developing Inclusive Insurance Project (DIISP), Post Literacy & Continuing Education Program PLCEP, HYSAWA Project (Water and Sanitation), NGO-Forum ও NGO-Foundation-এর প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

(মোঃ আব্দুল মজিদ)
নির্বাহী পরিচালক, ওসাকা।